ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ (প্রস্তাবিত)

টিআইবি কর্তৃক খসড়া আইনটির পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
২/ (২)	**"জনসংযোগ"** অর্থ সংসদ সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া;	**পর্যালোচনা:** প্রচারণামূলক কার্যক্রমকে এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। **সুপারিশ:** জনসংযোগ অর্থ *জনপ্রতিনিধি* নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
২/ (৮)	**"ব্যানার"** অর্থ প্রচার বা এরুপ কাপড়/চটের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র;	**পর্যালোচনা:** ২০০৮ সালের বিধিমালায় "পোস্টার"-এর আওতায় প্রচারণার সবগুলো মাধ্যমকে (ব্যানার, ফেস্টুন) সজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এবং উল্লেখ করা হয়েছে "পোস্টার" অর্থ কাগজ, রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু ২০২৫ সালে প্রস্তাবিত বিধিমালায় ব্যানার এবং ফেস্টুনের আলাদা সংজ্ঞা প্রদান করা হলেও পোস্টারকে সজ্ঞায়িত করা হয়নি। কিন্তু ৭ (১) ধারায় নির্বাচনী প্রচারণায় পোস্টার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, নির্বাচনি প্রচারণা ও জনসভায় প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হলেও এধরণের মাধ্যম নিষিদ্ধ এই মর্মে কোন কিছু এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি "ব্যানার লাগানো" সংক্রান্ত উপধারা ১০-এ প্রদত্ত সংজ্ঞায় অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সংজ্ঞায় কি লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া তা উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** পোস্টার-কে আলাদাভাবে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করতে হবে: - **"পোস্টার"** অর্থ প্রার্থীর ছবি বা চিহ্ন সংবলিত কাগজ, শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া, রেক্সিন ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং বিলবোর্ড পোস্টারের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ধারা ২ (১০) নিম্নরূপ লিখতে হবে: - **"ব্যানার, ফেস্টুন, ও পোস্টার লাগানো"** অর্থ প্রচার বা এইরুপ কোন উদ্দেশ্যে, দেওয়াল বা যানবাহনে পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া;
২/ (৯)	**"ফেস্টুন"** অর্থ কাপড়/চটের তৈরী ফেস্টুন;	
২/ (১০)	**"ব্যানার লাগানো"** অর্থ প্রচার বা এইরুপ কোন উদ্দেশ্যে দেওয়াল বা যানবাহনে লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া;	

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
২/ (১৫)	**সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি:** অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চীফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী ও তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, অন্তবর্তীকালীন/তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যসহ সমপর্যায়ের ব্যক্তিবৃন্দ	**পর্যালোচনা:** "সমপদমর্যাদা" ও "সমপর্যায়ের ব্যক্তি" ক্ষেত্রবিশেষে এক নয়। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা তৈরির সুযোগ রয়েছে। কোন রেফারেন্স (যেমন রুলস অব বিজনেস) ব্যবহার করে এটি নির্ধারণ করা হবে তা স্পষ্ট করলে নির্বাচনের সময় বিবিধ জটিলতা হ্রাস পাবে। **সুপারিশ:** - ২/ (১৫) ধারায় 'প্রধান উপদেষ্টা' যোগ করতে হবে; - "সমপদমর্যাদা" ও "সমপর্যায়ের ব্যক্তি" কারা তার রেফারেন্স (যেমন রুলস অব বিজনেস) এই উপধারায় উল্লেখ করতে হবে।
	প্রস্তাবিত নতুন ধারা: **রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত**	**পর্যালোচনা:** খসড়া বিধিমালায় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং প্রার্থীদের রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে কোন পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়নি। বিশেষ করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও জনপ্রতিনিধিত্বের অবস্থানকে দুর্নীতি, দখলবাজি, চাঁদাবাজি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের অবারিত লাইসেন্সে রূপান্তরের অন্যতম কারণ রাজনীতি ও নির্বাচনে অর্থ ও পেশিশক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার। **সুপারিশ:** - রাজনৈতিক ও নির্বাচনি অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে প্রস্তাবিত ধারা ৩-এর পূর্বে একটি নতুন ধারা যোগ করতে হবে। - প্রস্তাবিত ধারা ৫-এর শব্দ-বাক্য (নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে বিধি ৩ হইতে ২৩ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে) নতুন এই ধারার শুরুতে উল্লেখ করতে হবে; এছাড়া, নতুন এই ধারায় নিম্নলিখিত উপধারাসমূহ যোগ করতে হবে: - রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনি প্রার্থীদের একটি নির্ধারিত সীমার অধিক নির্বাচনি ব্যয় (দলের ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকার উর্ধ্বে) বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকিং মাধ্যমে সম্পাদন করিতে হইবে; - রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের রাজনৈতিক অর্থায়ন এবং আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত নিরীক্ষিত প্রতিবেদন (আয় ও ব্যয়ের তারিখ, পরিমাণ, অর্থ প্রদানকারী ও ব্যয়কারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য, খাতভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ ও ব্যয়ের কারণ ইত্যাদি) জনগণের জন্য উন্মুক্ত করিবেন; - নির্বাচনের প্রার্থীগণ তাদের রাজনৈতিক অর্থায়ন এবং নির্বাচনি আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত প্রতিবেদন (আয় ও ব্যয়ের তারিখ, পরিমাণ,

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
		অর্থ প্রদানকারী ও ব্যয়কারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য, খাতভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ ও কারণ ইত্যাদি) জনগণের জন্য উন্মুক্ত করিবেন; - রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনি প্রার্থী কর্তৃক অঘোষিত ও অপ্রদর্শিত অর্থ আয় ও ব্যয় অবৈধ হইবে; - রাজনৈতিক দলসমূহ দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে দলীয় বা নির্বাচনে মনোনয়ন দেবেন না; - নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ও পরবর্তীতে প্রতি বছর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের আয় ও সম্পদ বিবরণী নির্বাচন কমিশনে জমা দেবেন এবং নির্বাচন কমিশন উক্ত বিবরণীসমূহ কমিশনে জমাদানের অনধিক এক মাসের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন;
৩/ (১)	**কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, প্রদান নিষিদ্ধঃ** (১) কোন প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষ হইতে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।	**পর্যালোচনা:** নির্বাচনি এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হলেও নির্বাচনি এলাকার বাইরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা উক্ত এলাকা বা অন্যত্র অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না উল্লেখ করা হলেও তা নিশ্চিত করা কঠিন। বিশেষকরে, ডিজিটাল মাধ্যমে (মোবাইল আর্থিক মাধ্যম, ব্যাংক ট্রান্সফার, হুন্ডি ইত্যাদি) চাঁদা বা অনুদানের অর্থ প্রেরণ করা সহজ। এসকল কার্যক্রমে ব্যাংকসহ বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকার ঘটনা বিগত জাতীয় নির্বাচনে ঘটেছে কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যবস্থা এই বিধিমালায় উল্লেখ নেই। এছাড়া, মনোনয়ন বাণিজ্যর নামে অবৈধ অর্থ লেনদেনের বিষয়ে এই বিধিমালায় কিছু উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** নিম্নলিখিত উপধারা যোগ করতে হবে: - রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা প্রার্থী মনোনিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মনোনয়ন গ্রহণ/প্রদান এবং ভোট ক্রয়ের উদ্দ্যেশ্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন মাধ্যম ব্যবহার করে (ব্যাংক, এমএফএস বা অন্য কোনা ডিজিটাল মাধ্যম, নগদ অর্থ) কোন প্রকার চাঁদা, অনুদান ও আর্থিক লেনদেন করিতে বা করিবার অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না;
৪/ (১)	**সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার:** সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে কোন দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসাবে ব্যবহার বা এতদুদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থান করা যাইবে না;	**পর্যালোচনা:** সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোন সরকারি কার্যালয়কে উল্লেখ করা হলেও রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমগুলো (বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার) উল্লেখ করা হয়নি। **সুপারিশ:** এই ধারার আওতায় রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম (বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার) ব্যবহার করে দলীয় প্রচার-প্রচারণা ও সভা-সমাবেশের করা যাইবে না উল্লেখ করতে হবে।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
	প্রস্তাবিত নতুন ধারা: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নির্বাচন আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার নিষিদ্ধ	**পর্যালোচনা:** বিগত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচন আয়োজনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রচারণাসহ নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষকরে, - সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জনসংযোগ, সভা-সমাবেশ আয়োজনসহ রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার; - বিধিমালা লঙ্ঘন/আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ/অনিয়ম প্রতিরোধে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখা; - প্রার্থী বা তার কর্মী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে পক্ষপাতমূলক দলীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন; - নির্বাচন আয়োজনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সিল মারাসহ জাল ভোট প্রদানে ব্যবহার; - প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত না করতে বাধা প্রদান; - ভোট গণনায় জালিয়াতি ইত্যাদি। **সুপারিশ** - নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচন আয়োজন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নির্বাচন-কেন্দ্রিক আচরণ বিধি সুস্পষ্ট করে এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; - প্রার্থী, প্রার্থী মনোনিত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল ও দলের প্রতিনিধি কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক এবং মাঠ-পর্যায়ের নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট দলীয় কার্যক্রমে ব্যবহারের প্রত্যাশা বা পরোক্ষ অনুরোধ বা আদেশ প্রদান নিষিদ্ধ হইবে।
৬/ (খ)	**জনসভার অনুমতি গ্রহণ:** জনসভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে	**পর্যালোচনা: জনসভার অনুমতি গ্রহণ:** আচরণ বিধিমালা ২০০৮-এ 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে' বলা হলেও ২০২৫ এর খসড়ায় 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে' বলা হয়েছে। এ ধারায় কার কাছে অনুমতি গ্রহণ করবে তা অস্পষ্ট রাখা হয়েছে । **সুপারিশ:** - 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে' এর স্থানে কর্তৃপক্ষের নাম (যেমন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি) সুনির্দিষ্ট করতে হবে; - জনসভার অনুমতি গ্রহণের লিখিত কপি স্থানীয় নির্বাচন কমিশন অফিসে জমা দিতে হইবে;

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
৬ (ঘ)	**চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি:** জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পরিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথ সভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;	**সুপারিশ: চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি:** জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন স্থানে, সড়ক, মহাসড়ক ও জনপথে জনসভা কিংবা পথসভা করিতে পরিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা ইত্যাদি করিতে পারিবে না;
৭/ (৫)	নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য ব্যানার সাদা-কালো রঙের ও আয়তন ১০ (দশ) ফুট x ৪ (চার) ফুট হইতে হইবে এবং লিফলেট আয়তন অনধিক A4 (8.27” x 11.67”) আকারে হইবে। ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুন এ প্রার্থী তাঁহার প্রতীক ও নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপাইতে পারিবেন না।	**পর্যালোচনা:** ব্যানার এবং লিফলেটের সাইজ নির্দিষ্ট করা হলেও ফেস্টুনের সাইজ নির্দিষ্ট করা হয়নি। এছাড়া, ধারা (৭)-এ প্রচারণায় ব্যবহৃতব্য সাধারণ ছবি বলতে কার ছবি বোঝানো হয়েছে (যেমন, প্রতীক, প্রার্থী, দলীয় প্রধান) তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। **সুপারিশ:** - ফেস্টুনের সাইজ নির্দিষ্ট করতে হবে; - ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ফেস্টুনসহ নির্বাচন প্রচারণা সামগ্রীতে ব্যবহারের জন্য প্রতীক, প্রার্থী ও দলীয় প্রধানের ছবির আয়তন আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে; - এক নজরে দেখা ও তা ব্যবহারের সুবিধার জন্য ব্যানার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল এবং ফেস্টুনের সাইজ একটি সারণীতে প্রদান করতে হবে;
৯/ (ক)	কোনো ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মশাল নিয়ে কোন মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;	**পর্যালোচনা:** ধারাটিতে ভাষাগত ভুল রয়েছে। **সুপারিশ:** কোনো ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল, নৌ-যান, ট্রেন কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করিতে পারিবে না;
৯/ (খ)	মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল কিংবা শোডউন করিতে পরিবে না। রিটানিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধি ০৫ (পাঁচ) জনের অধিক গমন করিতে পরিবেনা।	**সুপারিশ:** ধারাটি সুস্পষ্ট করতে হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মিছিল বা শোডাউন করলে এবং ৫ জনের অধিক গেলে রিটানিং অফিসার কর্তৃক সাথে সাথে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান এই উপধারায় যুক্ত করতে হবে ।
	নির্বাচনি প্রচারণা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নতুন ধারা বা উপধারা	**সুপারিশ:** নিম্নের বিষয়গুলো ধারা ১৩ এর উপধারা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; - অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করে নির্বাচনি প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পরিবে না; - প্রচারণার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কনসার্ট, ধর্মীয় মাহফিল/জমায়েত ইত্যাদি আয়োজন করা যাইবে না।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
১৩/ (ঙ)	নির্বাচনি ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনরূপ কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনরূপ উপঢৌকন প্রদান করিতে পারিবেন না।	**সুপারিশ:** উপঢৌকন হিসেবে নগদ অর্থ, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমে অর্থ প্রদান, ভোটের দিন পরিবহণ ও খাওয়ার খরচ বা খাবার প্রদানকে নিষিদ্ধের আওতায় এনে এই উপধারায় সংযুক্ত করতে হবে।
১৬/ (গ)	**সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নতুন ধারা ও উপধারা**	**পর্যালোচনা:** সার্বিকভাবে, নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশনা সম্বলিত পৃথক কোনো নীতিমালা নেই। অন্যদিকে, প্রস্তাবিত বিধিমালায় সামাজিক মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। কিন্তু, রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা সমর্থক কর্তৃক এআই ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহার রাজনৈতিক অস্থিরতা, আতঙ্ক, পারস্পরিক বিদ্বেষ, অপপ্রচার, মিথ্যাচার, অন্তর্দলীয় কোন্দল, মারামারি ও হানাহানি ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে। **সুপারিশ:** ১৬/ (গ) এর আওতায় এআই ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সকল ডিজিটাল প্লাটফর্ম ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পৃথক অনুচ্ছেদ যোগ করতে হবে। যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া, এই অনুচ্ছেদের খসড়াটি সংশ্লিষ্ট খাত বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট করে চূড়ান্ত করতে হবে; (১) সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণার জন্য দল মনোনিত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে একটি একক মিডিয়া সেল (আসন ও প্রার্থীর নাম সম্বলিত) গঠন করতে হবে। সেই মিডিয়া সেল প্রার্থীর সামাজিক মাধ্যমের (যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, ইনিস্টাগ্রাম ইত্যাদি) সকল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে; (২) প্রার্থীকে সামাজিক মাধ্যমে তার নির্বাচনি প্রচারণার মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিস্তারিত তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট এ্যাকাউন্টসমূহের তথ্য (আইডিসহ) নির্বাচন কমিশনকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করিতে হইবে; (৩) সামাজিক মাধ্যমে প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার জন্য প্রস্তুতকৃত কনটেন্ট/আধেয়তে মিডিয়া সেলকে সনাক্তকারী লোগো/নাম যুক্ত করিতে হইবে; (৪) নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার বিজ্ঞাপন নির্মাণ এবং প্রচারে তৃতীয় পক্ষ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করলে তার ঘোষণা এবং তৃতীয় পক্ষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করিতে হইবে; (৫) সামাজিক মাধ্যমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কনটেন্ট শেয়ার ও প্রকাশ করার পূর্বে (ফ্যাক্ট-চেক) সত্যতা যাচাই করিতে হইবে;

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
		(৬) এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দল বা প্রার্থীর পক্ষে কোন কনটেন্ট/আধেয় প্রচার করলে তার স্পষ্ট ঘোষণা সেই কনটেন্টে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করিতে হইবে; (৭) রাজনৈতিক দল, প্রার্থীর বা প্রার্থী মনোনিত ব্যক্তি কর্তৃক ভোটারদের বিভ্রান্ত করার জন্য তৈরি করা ডিপফেক, মিথ্যা, পক্ষপাতমূলক, অপপ্রচারমূলক, কুৎসা ও মানাহানিকর কনটেন্ট (যেমন এডিটকৃত ভিডিও, অডিও, বানোয়াট খবর) নির্বাচনি প্রচারণার জন্য সামাজিক মাধ্যমসহ যে কোন মাধ্যমে ব্যবহার ও প্রচার নিষিদ্ধ হইবে; (৮) উপধারা ৭ উল্লেখিত তথ্য ব্যবহার ও প্রচার তদন্তযোগ্য এবং সাজাযোগ্য নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং তা প্রচারের দায় দল ও প্রার্থীকে গ্রহণ করিতে হইবে;
১৭ (ক)	কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় একই সঙ্গে ০৩ (তিন) টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পরিবে না।	**সুপারিশ:** কোন প্রার্থী কর্তৃক কোন নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণার কাজে একই সঙ্গে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন)টি মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করিতে পারিবে। নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণার কাজে কোনো প্রকার উচ্চ মাত্রার সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করিতে পারিবে না।
২০/ (খ)	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনি বিষয়ক সামাজিক মাধ্যমে কনটেন্ট তৈরী, বিজ্ঞাপন প্রদান, বুষ্টিং ও স্পন্সরশিপসহ সকল প্রচারণা ব্যয় এর শিরোনামে সামগ্রিক নির্বাচনি ব্যয় এর সাথে নির্বাচন কমিশন বরাবর দাখিল করিতে হইবে।	**পর্যালোচনা:** এই ধারার আওতায় মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে ভোটারদের কাছ থেকে ভোট চাওয়া সংক্রান্ত খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। **সুপারিশ:** নিম্নের ধারাসমূহ যোগ করতে হবে: - মোবাইল এসএমএসের মাধ্যেমে ভোটারদের কাছ থেকে ভোট চাওয়া, গণমাধ্যমে নির্বাচনি ডায়ালগ আয়োজন-সংক্রান্ত খরচ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; - নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের নির্বাচনের ৩০ দিনের মধ্যে ব্যয়ের খাত-ভিত্তিক বিস্তারিত নির্বাচনি ব্যয় বিবরণী নির্বাচন কমিশনে দাখিল করিতে হইবে।
২৩	**গণমাধ্যমে নির্বাচনি ডায়ালগ:** নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধি টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক আয়োজিত ডায়ালগে অংশ নিতে পারিবেন। তবে কাহাকেও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমন করিয়া কোন বক্তব্য প্রদান করিতে পারিবেন না।	**সুপারিশ:** এই ধারায় নিম্নলিখিত অংশ যোগ করতে হবে: - প্রার্থী কর্তৃক টিভি চ্যানেলে নির্বাচনী ডায়ালগ আয়োজনের খরচ নির্বাচনি ব্যয়ে সঠিকভাবে প্রদর্শনের করিতে হইবে।
২৪/ (৩) (ক ও খ)	**নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম:** (৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচনকালীন বা নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন	**পর্যালোচনা:** (ক) এবং (খ) কোন উপধারাতেই অনিয়মের বিষয়গুলো তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিলে তা কত দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন হবে এবং তা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ বা সুনির্দিষ্ট করা হয়নি।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
	(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা কোন নির্বাচনি তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পরিবে; অথবা (খ) তাৎক্ষণিকভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।	**সুপারিশ:** - নির্বাচন সম্পন্ন এবং ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের আগে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়মের তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে; এবং তদন্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নির্বাচনের ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশের পূর্বে প্রকাশের নির্দেশনা এই উপধারায় যুক্ত করতে হবে; - নির্বাচনের পর নির্বাচন কেন্দ্রিক সংঘাত, সহিংসতা এবং অনিয়মসমূহের তদন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে; এবং তদন্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নির্বাচনের এক মাসের মধ্যে প্রকাশের নির্দেশনা এই উপধারায় যুক্ত করতে হবে।
২৬	**কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল:** (ক) এই বিধিমালায় অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত রেকর্ড কিংবা লিখিত রিপোর্ট হইতে কমিশনের নিকট প্রতিয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনুরুপ লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে। (খ) উপবিধি (ক) এর অধীন তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছেন যাহার জন্য তিনি নির্বাচিত হইবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আদেশ দ্বারা, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৫৫) এর ৯১ ঙ এর বিধান মোতাবেক উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিতা বাতিল করিতে পরিবে।	**পর্যালোচনা:** এই ধারায় কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিলের বিষয় বলা হলেও কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিলের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশসহ প্রক্রিয়াটি সম্পাদনে কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া, বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হওয়া এবং গেজেট আকারে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণার পর যদি কোন বিজয়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘন এবং তার প্রেক্ষপটে প্রার্থীতা বাতিলের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কমিশনের পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। **সুপারিশ:** নিম্নের বিষয়গুলো এই উপধারা যোগ করতে হবে: - বেসরকারিভাবে নির্বাচিত ঘোষিত হওয়া এবং গেজেট আকারে বিজয়ী প্রার্থী ঘোষণার পর যদি কোন বিজয়ী প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘন এবং তার প্রেক্ষপটে প্রার্থীতা বাতিলের প্রক্রিয়াটি এই ধারায় আলাদাভবে এবং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে; - প্রার্থীতা বাতিল, প্রার্থী নির্বাচিত হইবার অযোগ্য ঘোষণা, এবং নির্বাচিত ঘোষিত হইয়াছেন এমন জনপ্রতিনিধির পদ বাতিলে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের লঙ্ঘনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সুনির্দিষ্ট যুক্তি সম্বলিত প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

ধারা/উপধারা ক্রম	প্রস্তাবিত বিধিমালা (২০২৫)	মতামত
২৭	**রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র:** রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে এই মর্মে একটি অংগীকারনামা নির্বাচন কমিশনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিল করিবেন।	সুপারিশ: রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র: রাজনৈতিক দলসমূহ এই আচরণ বিধির সকল বিধান মানিয়া চলিবে *এবং বিধান ভঙ্গ করিলে বিধিমালায় প্রদত্ত বিধানমতে শাস্তি/দন্ড মেনে নিতে বাধ্য থাকিবে* এই মর্মে একটি অংগীকারনামা নির্বাচন কমিশনে দাখিল করিবেন।

নোট: নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রস্তাবিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এবং নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা-সংশ্লিষ্ট হলেও সরাসরি এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ না থাকায় নির্বাচন কমিশনের সুবিবেচনার জন্য আলাদাভাবে প্রদান করা হলো:

১. **সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্বাচন আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা:** বিগত কয়েকটি জাতীয় নির্বাচনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং নির্বাচন আয়োজনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রচারণাসহ নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এপ্রেক্ষাপটে,

- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, নির্বাচন আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, এবং সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নির্বাচনি অচরণবিধি সম্বলিত একটি সুনির্দিষ্ট নির্বাচনি আচরণ বিধিমালা (যা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অধ্যায় ৩ এর ধারা ৬, ৭ এবং ৮ এবং অধ্যায় ৭ এর ধারা ৯১খ (১) এর সাথে সংশ্লিষ্ট) প্রস্তুত করতে হবে।

২. **প্রার্থীর হলফনামায় প্রদত্ত তথ্য প্রকাশ:** প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত আয়-ব্যয়, সম্পদ, ঋণ এবং দায় বিবরণীসহ অন্যান্য তথ্যের সঠিকতা ও পর্যাপ্ততা এবং সম্পদ কতোটা বৈধ উপায়ে অর্জিত তা দ্রুততার সাথে যাচাইয়ে কমিশনকে একটি অটোমেশন পদ্ধতি প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রে-

- প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত হলফনামার তথ্য দাখিলের এক (১) সপ্তাহের মধ্যে কমিশন কর্তৃক মেশিন রিডেবল ফরমাটে প্রকাশ করতে হবে। দাখিলকৃত তথ্য আইনিভাবে বৈধ নথি হিসেবে বিবেচিত হবে;
- নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি 'হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি' গঠন করে আনলাইন পদ্ধতিতে প্রদত্ত তথ্য দ্রুততার সাথে যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করতে হবে;
- 'হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি'-তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), আসন-সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। হলফনামা যাচাই-বাছাই কমিটির সদস্যদের অনলাইন পদ্ধতিতে প্রবেশগম্যতা প্রদান করতে হবে;
- 'হলফনামা তথ্য যাচাই-বাছাই কমিটি'র কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন এবং তা জনগণের জন্য উন্মুক্তের বাধ্যবাধকতা প্রদান করতে হবে।

৩. **প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণীর তথ্য প্রকাশ:** প্রার্থী এবং দলের নির্বাচনী ব্যয় বিবরণী দাখিলের পদ্ধতিটি অনলাইন-ভিত্তিক করতে হবে। প্রার্থী এবং দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী কমিশনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে। প্রার্থী এবং দলের দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণীর তথ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

****